আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতি হুমকিতে

নদী না থাকলে আমরাও থাকবো না : ড. বিনায়ক সেন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. নজরুল ইসলাম বলেছেন, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ প্রতিবেশ ও অর্থনীতি হুমকির মধ্যে পড়েছে।

গতকাল রাজধানীর বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার (বিআইডিএস) নিজস্ব কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ : পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ)' শীর্ষক এক আলোচনায় এ তথ্য উঠে আসে। এই আলোচনার শিরোনামে লেখা বইটির লেখক ড. এস নজরুল ইসলাম। তিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিআইডিএসের মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির (বুয়েট) ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফুড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রফেসর সুজিত কুমার বালাসহ অনেকে।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, 'প্রায় ৭০ বছর আগে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সংস্থার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যে কর্ডন অ্যাপ্রোস গ্রহণ করা হয় তা বাংলাদেশের জন্য সুফল কিছু বয়ে আনেনি। এর সঙ্গে বাংলাদেশের নদীর ওপর বিভিন্ন বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক হুমকি অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর থেকে উত্তোরণের জন্য মুক্ত নদী নীতি গ্রহণ করে আধুনিক ও টেকসই পানি ব্যাবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

এই ব-দ্বীপের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যানসহ সব পরিকল্পনায় এই মুক্ত পানি ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করতে হবে বলেও তিনি দাবি তোলেন।

ড. নজরুল ইসলাম বলেন, 'নদী নিয়ে কাজ করতে হলে কিছু সময় নিয়ে করলে হবে না। এটি নিয়ে বিশদ কাজ করতে সময় প্রয়োজন। মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। হুটহাট প্রকল্প নিলে দেশ খারাপের দিকে যাবে। ডেল্টা প্ল্যান পুরো বাতিল নয় কিছু অংশ সংশোধন প্রয়োজন।'

সেমিনারে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম বলেন, 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যানের বিষয়ে ২০১২ সালে

➤ পৃষ্ঠা ১১ : ক : ২

আন্তঃনদী সংযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানমন্ত্রী ১০০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনার চিন্তা করেন। সে নিয়েই এটি ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে কাজ শেষ হয়। সেটিতে সবার চিন্তা-ভাবনাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।'

বিগত পানিব্যবস্থায় ডেল্টা প্ল্যানে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি কথাটি সঠিক নয় বলেও জানান। ডেল্টা প্ল্যানে আর্থ-সামাজিক, পানিব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়টিও প্রধান্য দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে ড. শামসুল আলম বলেন, অর্থনীতিবিদরা এটিতে মতামত দিয়েছেন। তারা দেশে-বিদেশে কাজ করেছেন। ডাচ অ্যাম্বাসিকে যুক্ত করা হয়েছিল। তারা প্রজেক্ট বাতিল করতে চেয়েছিল। আমরা তাদের ড্রাফটি মূল্যায়ন করিনি। এ নিয়ে অনেক মান-অভিমানের অবস্থা সৃষ্টি হয়।

ড. বিনায়ক সেন বলেন, আমরা বর্ষা মৌসুমে ফসলের বিষয়ে কি চিন্তা করছি। আমরা শুকনো মৌসুমের উৎপাদন নিয়ে খুবই প্রচার করে থাকি। তিনি যোগ করেন নদী না থাকলে আমরাও থাকবো না।

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ব্রহ্মপুত্রের চীনের তিনটি ড্যাম ও ভারতের ড্যাম নিয়ে সরকারের কি কার্যক্রম, বিষয়টি খোলাসা করা দরকার। তিনি বলেন, বইটিতে এ নিয়ে তথ্য নেই।

রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, পলিসি ল্যাবেলে কনসিয়ানসেস থাকে সেগুলো কেন বাস্তবায়ন হয় না। টিআরএম নিয়ে স্থানীয় লোকদের সমস্যা হয়। সরকার কেন এখানে হাত দেয়া হয় না।

অধ্যাপক সাজিদ কামাল বলেন, বইটি বাংলা করা প্রয়োজন। ডেল্টা প্ল্যান বা বিশদ অঞ্চলের পরিকল্পনাটি কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন।

ড. জিল্লুর রহমান বলেন, গ্রামীণ ৭৫ শতাংশ মানুষের জন্য কি চিন্তা করা হয়েছে? গ্রামের মানুষ বন্যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নিয়ে একটি পরিকল্পনা করা দরকার।

আরও বক্তব্য রাখেন ড. কাজী শাহাবুদ্দীন বলেন, অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. মহিউদ্দীন আলমগীর, ড. জিল্লুর রহমান।